চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতা প্রদীপ চক্রবর্তী দুর্জয় ও মোহাম্মদ রাশেদকে মারধর করার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার দিনভর বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ করে রাখে ছাত্রলীগ।

জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা দুর্জয় ও রাশেদ মোটরসাইকেলে করে ১ নম্বর গেট থেকে ক্যাম্পাসে আসছিলেন। পথে মাজার গেট এলাকায় স্থানীয় যুবলীগ নেতা হানিফসহ তাঁর সাত-আটজন অনুসারী দেশি অস্ত্র নিয়ে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। তারা দুর্জয় ও রাশেদকে মারধর করে তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি ভাঙচুর করে।

বিজ্ঞাপন

এ ঘটনার প্রতিবাদে দুর্জয় ও রাশেদের অনুসারীরা ভোররাত থেকে জিরো পয়েন্ট এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে ক্যাম্পাস অবরোধ করে রাখে। অপরাধী সবাইকে গ্রেপ্তারে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে গতকাল বিকেল ৩টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

অবরোধের কারণে গতকাল কোনো ট্রেন ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কোনো বাসও গতকাল ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। ১ নম্বর গেট থেকে আসা সব বাস, সিএনজি, রিকশা, মোটরসাইকেলকে জিরো পয়েন্ট এলাকার ৪০০ মিটার আগে থামিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট এবং রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করা হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অবরোধের কারণে গতকাল বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস। অবরোধের কারণে অনেক বিভাগের পরীক্ষাও হতে পারেনি।

হামলার সময় তিন হামলাকারীকে শনাক্ত করতে পেরেছেন দুর্জয়। তাঁরা হলেন হানিফ, হানিফের ছোট ভাই ইকবাল ও জালাল। দুর্জয় বলেন, ‘আমি ১ নম্বর গেট থেকে ক্যাম্পাসের দিকে আসছিলাম। মাজার গেট এলাকার রাস্তার স্পিড ব্রেকারে মোটরসাইকেলের গতি কমালে সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা সাত-আটজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীদের মধ্যে হানিফ, ইকবাল ও জালালকে আমি চিনতে পেরেছি। হামলার এক পর্যায়ে তারা দুই রাউন্ড গুলিও ছোড়ে। এককথায় বলতে গেলে এটি একটি হত্যাচেষ্টা। ’

কালের কণ্ঠকে দুর্জয় আরো বলেন, ‘হানিফ ও তাঁর ভাই ইকবালের নামে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা মাদকের কারবার করেন, অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ কেটে নেন। আমরা এসব অপকর্মের শাস্তি চেয়েছিলাম। এ নিয়ে ক্ষোভ থেকেই আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ’

এসব অভিযোগের বিষয়ে স্থানীয় যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফ (৪০) কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমি প্রতিদিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক খুলে দেখি আমার ছবির ছড়াছড়ি। আমি নাকি রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক শিক্ষার্থীকে মেরেছি। অথচ আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। এটি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ’

হাটহাজারী থানার ওসি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা হানিফকে গ্রেপ্তার করেছি। অন্য অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। শিক্ষার্থীদের ওপর যারা হামলা চালিয়েছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। ’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর রবিউল হাসান ভুঁইয়া বলেন, ‘সকাল থেকে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গা অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পুলিশের সহযোগিতায় এরই মধ্যে একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেদিকে নজর রাখা হবে। ’